দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 AUG 199৫ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫....

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনএসইউ-এর সাবেক সভাপতির বিরুদ্ধে রুল জারি

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ॥ গতকাল (সোমবার) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ডঃ হাফিজ জি.এ সিদ্দিকীকে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে কাজ করিবার অনুমতি দিয়া এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশদান করিয়াছেন।

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ইহার বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যানের রীট পিটিশন পেশের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মোসলেহউদ্দিন আহমদের প্রতির রুল জারি করিয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে মোসলেহউদ্দিনকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতাদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে, সাবেক আমলা মুসলেহউদ্দিন আহমদকে প্রেসিডেন্টের পদবী পরিবর্তন করিয়া ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে মোসলেহউদ্দিন আহমদকে প্রেসিডেন্টের পদ হইতে টার্মিনেট করা হইলে তিনি উহা চ্যালেঞ্জ করিয়া ঢাকার সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন এবং অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির প্রার্থনা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাশেষে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ হইয়া যায়। সেইসাথে ইতিপূর্বে প্রদত্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সংক্রান্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোসলেহউদ্দিন আহমদকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ডঃ হাফিজ জি.এ. সিদ্দিকীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালনে অনুমতি না দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নির্দেশ দান করেন। ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অচলাবস্থা ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। উক্ত আদেশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইনের বিধান মতে অবৈধ ও কর্তৃত্ব বহির্ভূত। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া রীট পিটিশন পেশ করিতে বাধ্য হন।

বিচারপতি এ.এম. মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনকে লইয়া গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিশেষে বিতর্কিত আদেশের প্রশ্নে রুল জারিসহ উক্ত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন।

আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক। তাহাকে সহায়তা করেন জাফরউল্লাহ চৌধুরী, আহসানুল করিম, মঞ্জুর হাসান ও সৈয়দ মিজানুর রহমান।